

## 329 - হস্তমথৈনরে হুকুম এবং এটা থেকে বাঁচার উপায়

প্রশ্ন

আমার একটি প্রশ্ন আছে, আমি সবে প্রশ্নটি পশে করত লজ্জাবোধ করছি। এক বোন নতুন ইসলাম গ্রহণ করছেন। তিনি প্রশ্নটির জবাব জানতে চান। কুরআন-হাদিসের দলিল ভিত্তিক এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নাই। আমি আশা করব, আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যদি আমার প্রশ্নটি অশালীন হয় তাহলে তিনি যেনে আমাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু, মুসলিম হিসেবে জ্ঞানার্জনে আমাদের লজ্জাবোধ করা উচিত নয়।

সে বোনের প্রশ্ন হচ্ছে- হস্তমথৈন করা কি ইসলামে জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক. কুরআনে কারীম:

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: ইমাম শাফয়ী এবং যারা তাঁর সাথে একমত পোষণ করছেন তারা সবাই এ আয়াত দিয়ে হস্তমথৈন হারাম হওয়ার পক্ষে দলিল দিয়েছেন। আয়াতটির ভাবানুবাদ হচ্ছে-

“আর যারা নজিদের যটোঙগকে হফযত করে। নজিদের স্ত্রী বা মালিকানাভুক্ত দাসীগণ ছাড়া; এক্ষত্রে (স্ত্রী ও দাসীর ক্ষত্রে) অবশ্যই তারা নিন্দিত নয়। যারা এর বাইরে কিছু কামনা করবে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।”[সূরা মুমিনুন, আয়াত: ৫-৬]

ইমাম শাফয়ী ‘নকিহ অধ্যায়ে’ বলেন: ‘স্ত্রী বা দাসী ছাড়া অন্য সবার থেকে লজ্জাস্থান হফযত করা’ উল্লেখ করার মাধ্যমে স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য কউ হারাম হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি সুস্পষ্ট। এরপরও আয়াতটিকে তাগদি করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন (ভাবানুবাদ): “যারা এর বাইরে কিছু কামনা করবে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।” সুতরাং স্ত্রী বা দাসী ছাড়া অন্য কোন ক্ষত্রে পুরুষাঙগ ব্যবহার করা বধৈ হবো না, হস্তমথৈনও বধৈ হবো না। আল্লাহই ভাল জানেন।[ইমাম শাফয়ী রচিত ‘কতিবুল উম্ম’]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কোন কোন আলমে এ আয়াত দিয়ে দলিল দেন: “যারা বিবাহে সক্ষম নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নজি অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।” [সূরা নূর, আয়াত: ৩৩] এ আয়াতে সংযমের নরিদশে দয়োর দাবী হচ্ছ- অন্য সবকিছু থেকে ধরৈয ধারণ করা।

দুই. সুন্নাহ:

আলমেগণ এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) এর হাদিস দিয়ে দলিল দেন যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা এমন কিছু যুবকে ছলাম যাদের কিছু ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে যুবকরো! তোমাদের মধ্যকার যার ٤٤ (বয়ের খরচ বহন ও শারীরিক সামর্থ্য) রয়েছে সে যেন বয়ি করে ফলে। কেননা, তা তার দৃষ্টি নিম্নগামী রাখতে ও লজ্জাস্থানকে হফোজত করায় সহায়ক হয়। আর যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোজা রাখে। কারণ তা যতীন উত্তজেনা প্রশমনকারী।” [সহীহ বুখারী (৫০৬৬)]

শরয়িত প্রণতো, বয়ি করতে অক্ষম হলে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। হস্তমথৈন করার পরামর্শ দেননি। যদিও হস্তমথৈনের প্রতি আগ্রহ বেশি থাকে, হস্তমথৈন করা রোযা রাখার চেয়ে সহজ। কিন্তু তদুপর তিনি সে অনুমতি দেননি।

এ মাসয়ালায় আরও অনেক দলিল আছে। আমরা এ দলিলগুলো উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি।

হস্তমথৈনে লিপ্ত ব্যক্তি কিভাবে এর থেকে মুক্তি পতে পারেন এ সম্পর্ক নমিনে আমরা কিছু উপদশে ও পদক্ষেপে উল্লেখ করব:

১। এই অভ্যাস থেকে বাঁচার প্ররোণা যেন হয় আল্লাহর নরিদশে পালন ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে বরিত থাকা।

২। স্থায়ী সমাধান তথা বয়ের মাধ্যমে এ অভ্যাসকে প্রতরোধ করা। কারণ এটাই ছিল যুবকদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদশে।

৩। নানা রকম কু-চিন্তা ও খারাপ ভাবনা থেকে দূরে থাকা। দুনিয়া বা আখরোতের কল্যাণকর চিন্তায় নজিকে ব্যস্ত রাখা। কারণ কু-চিন্তাকে বাড়তে দলে সটো এক পর্যায়ে কর্মের দিকে নিয়ে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে তা নয়িন্ত্রয়ের বাইরে গিয়ে অভ্যাসে পরণিত হয়ে যায়। তখন তা থেকে মুক্ত হওয়া কঠনি হয়ে পড়ে।

৪। দৃষ্টিকে নত রাখা। কারণ কোন ব্যক্তি বা অশ্লীল ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করা, সটো জীবতি মানুষের হোক কথিবা আঁকা

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

হোক, বাঁধহীন দৃষ্টিব্যক্তিকে হারামের দিকে নিয়ে যায়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “মুমনিদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখেন” [সূরা নূর, আয়াত: ৩০] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তুমি দৃষ্টির পর দৃষ্টি দিবে না” [সুনানে তরিমযি (২৭৭৭), আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন] তাই প্রথম দৃষ্টি, যে দৃষ্টি হঠাৎ করে পড়ে যায় সটোতে গুনাহ না থাকলেও দ্বিতীয় দৃষ্টি হারাম। এছাড়া যে সব স্থানে যত্ন উত্তজেনা জাগিয়ে তোলার উপকরণ বদ্যমান থাকে সসেব স্থান থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫। নানাবিধ ইবাদতে মশগুল থাকা। পাপকাজ সংঘটিত হওয়ার মত কোন অবসর সময় না রাখা।

৬। এ ধরনের কু-অভ্যাসের ফলে যসেব শারীরিক ক্ষতি ঘটে থাকে সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। যমেন- দৃষ্টিশক্তি ও স্নায়ুর দুর্বলতা, প্রজনন অঙ্গের দুর্বলতা, মরুদণ্ডের ব্যথা ইত্যাদি যসেব ক্ষতির কথা চিন্তিত্ব করা উল্লেখ্য করে থাকেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন মানসিক ক্ষতি; যমেন- উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, মানসিক পীড়া অনুভব করা। এর চয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে- নামায নষ্ট করা। যহেতু বারবার গোসল করা লাগে, যা করা কঠিন। বিশেষতঃ শীতের রাত্রিতে। অনুরূপভাবে রোযা নষ্ট করা।

৭। ভুল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি প্রতিষেধ দূর করা। কারণ কিছু কিছু যুবক ব্যভিচার ও সমকামতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার খুয়া তুলে এই কু-অভ্যাসকে জায়ে মনে করে। অথচ হতে পারে সে যুবক ব্যভিচার ও সমকামতির নকিটবর্তী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

৮। কঠিন ইচ্ছা ও শক্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা। শয়তানের কাছে হার না মানা। একাকী না থাকা; যমেন একাকী রাত কাটানো। হাদিসে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন পুরুষকে একাকী রাত কাটাতো নষিধে করছেন। [মুসনাদে আহমাদ, হাদিসটি ‘সহিল জামে’ তে রয়েছে]

৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নরিদশেতি প্রতিকার পদ্ধতি গ্রহণ করা; সটো হচ্ছে- রোযা রাখা। কেননা রোযা যত্ন উত্তজেনাকে প্রশমিত করে এবং যত্ন চাহিদাকে পরিশীলিত করে। এর সাথে উদ্ভট আচরণ থেকে সাবধান থাকা; যমেন- হস্তমথৈন পুনরায় না করার ব্যাপারে শপথ করা কথিবা মানত করা। কারণ যদি কেউ পুনরায় করে ফলে তাহলে সে ব্যক্তি পাকাপোক্ত-শপথ ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যত্ন উত্তজেনা নরিোধক ঔষধ সেবন না করা। কেননা এসব ঔষধ সেবনে শারীরিক ঝুঁকি আছে। তাছাড়া যত্ন উত্তজেনা একবোরো নঠিশেষ করে ফলে এমন কিছু সেবন করা থেকে হাদিসে নষিধোজ্ঞ সাব্যস্ত হয়েছে।

১০। ঘুমানোর সময় ইসলামী আদবগুলো মনে চলা। যমেন- ঘুমানোর দোয়াগুলো পড়া, ডান পার্শ্বের কাত হয়ে শোয়া, পটেরে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

উপর ভর দিয়ে না-ঘুমানো; যহেতু এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নষিধে আছে।

১১। ধরৈয ও সংযমের গুণে নিজেকে ভূষতি করা। কারণ হারাম কাজ থেকে ধরৈয রাখা আমাদের উপর ফরয; যদিও আমাদের মাঝে সেগুলো করার চাহিদা থাকে। আমাদের জানা উচতি, যদি আমরা নিজেকে সংযমী রাখার চেষ্টা করি তাহলে পরশিষে সেটো ব্যক্তির অবচ্ছদ্য আখলাকে পরণিত হবে। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি সংযম অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাকে সংযমী বানিয়ে দবিনে, যে ব্যক্তি অমুখাপকেষী থাকার চেষ্টা করবনে আল্লাহ্ তাকে অমুখাপকেষী বানিয়ে দবিনে, যে ব্যক্তি ধরৈয রাখার চেষ্টা করবনে আল্লাহ্ তাকে ধরৈযশীল বানিয়ে দবিনে। কোন মানুষকে ধরৈযের চয়ে প্রশস্ত ও কল্যাণকর আর কোন দান দয়ো হয়নি”[সহিহ বুখারী (১৪৬৯)]

১২। কটে যদি এই গুনাহটি করে ফলে তাহলে তার উচতি অনতবিলিম্বে তওবা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, নকীর কাজ করা এবং ক্ষমাপ্রাপ্তির ব্যাপারে হতাশ না হওয়া। কেননা এ পাপটি একটুকরি গুনাহ।

১৩। সর্বশেষে, নঃসন্দহে আল্লাহ্র কাছে ধর্ণা দয়ো, দযোর মাধ্যমে তাঁর কাছে মনিতি করা, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এই কু-অভ্যাস থেকে বাঁচার সবচয়ে বড় উপায়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা দযোকারীর ডাকে সাড়া দনে। আল্লাহ্ই ভাল জাননে।